ওবামা, হিলারি, ট্রাম্প আর জিয়া !

নাজমুল আহসান শেখ

ওবামা, হিলারি, ট্রাম্প আর জিয়া! এই লেখাটা একটা ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষন, বাংলাদেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দৃষ্টিকোন থেকে দেখা. যে কোন দেশের জনগণের মধ্যে গভীর বিভেদ থাকা সে দেশের জন্য ক্ষতিকর. কিন্তু আমেরিকার মতো সাম্রাজ্যবাদী এবং আধিপত্যবাদী দেশের মধ্যে বিভেদ থাকা তৃতীয় বিশ্বের জন্য মঙ্গলজনক! আমেরিকার কোন প্রেসিডেন্ট বা যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সম্পূর্ণ কার্যকাল নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়, এবং প্রাসঙ্গিক না. আমি শুধুমাত্র আমেরিকার বৈদেশিক নীতি এবং এতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপর কি প্রভাব পড়েছে তাই নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করব.
বারাক ওবামা, কথা বার্তা এবং আচার-আচরণে অত্যন্ত চৌকস. তাই তিনি কাজ শুরু করার আগেই শান্তিতে নোবেল বিজয়ী হয়ে গেলেন! তিনি আমেরিকানদের জন্য ভালো-মন্দ কি করছেন তা আমেরিকানরাই নির্ধারণ করবে. কিন্তু ওবামার সময়ে তারই বৈদেশিক নীতির কারণে লিবিয়া এবং সিরিয়া' ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল! মৃত্যু ঘটেছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের, যাকে বিশ্লেষকেরা 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কিলিং' নামে অভিহিত করেছেন, বাস্তুহারা এবং উদ্বাস্তু হয়েছে আরও অনেক বেশি মানুষ. 'শান্তি এবং গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী' ওবামার সময়ে মিশরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে. স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র স্বপ্নই রয়ে গেছে. বারাক ওবামা নিজের দেশে ভালো-খারাপ যাই করুন, তিনি বিদেশে অনেক অশান্তি, ধ্বংস আর হত্যার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী. তা গাল ভরা মিষ্টি বুলি'র নিচে চাপা পড়ে গেছে তার কৃত অপরাধসমূহ! তারই নিয়োগকৃত পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন' গাদ্দাফিকে অত্যাচার করে হত্যার সময়ের ভিডিও দেখে এবং খবর শুনে খুশিতে নির্লজ্জের মত পিশাচের হাসি হাসছিলেন! যা যে কোন সভ্য মানুষকে স্তম্ভিত করে দিতে বাধ্য. আমি গাদ্দাফির কোন সমর্থক না, কিন্তু গাদ্দাফি এশিয়া আফ্রিকা এবং ফিলিস্তিনের পক্ষে অত্যন্ত সোচ্চার একজন ব্যক্তি ছিলেন. এই ধূর্ত মহিলা হিলারি ক্লিনটন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার চরিতার্থের জন্য বাংলাদেশের দিকে যে খড়গ তুলে ধরতেন তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়. আমি সবসময়ই চাচ্ছিলাম ডোনাল্ড ট্রাম্পের মত একজন মানসিকভাবে অসুস্থ এবং আনাড়ি ব্যক্তি যেন আমেরিকার হাল ধরে' তাহলে বিশ্ব কিছুটা হলেও শান্তি পাবে: কারণ আমেরিকা তখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে. প্রথমেই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ দিতে হয় এইজন্য যে তিনি এই ধূর্ত মহিলাকে নির্বাচনে পরাজিত করেছিলেন. এখন দেখা যাক ডোনাল্ড ট্রাম্প ভাল না মন্দ, সারা বিশ্বের জন্য. বারাক ওবামার পাশাপাশি যদি আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে তার সময় কালে তিনি দেশে যাই করুন না কেন, সারা বিশ্বের কোন দেশে হত্যা, ধ্বংস বা শান্তি বিনষ্ট করেন নাই! তার সময় আমেরিকা কোন দেশে নতুন করে কোন যুদ্ধ শুরু করে নাই! তার কর্ম-কান্ড টুইটার এবং হুমকি-ধামকির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল. ইরানের বিরুদ্ধে অবরোধ করলেও, কোন যুদ্ধ শুরু করেন নাই! ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকাকে ইতিহাসের মধ্যে সবচেয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় রেখে যাচ্ছে. করোনায় সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত আমেরিকায় তিনি যেভাবে গভীর এবং স্থায়ী বিভেদ আর হিংসার দেওয়াল সৃষ্টি করে দিয়েছেন তার রেশ বহু যুগ পর্যন্ত থাকবে. বিভিন্ন দেশে বিভেদ তৈরি করে এবং জিইয়ে রেখে আমেরিকা তাদের অর্থ, শক্তি এবং 'কালার কোডেড রেভুলেশন' এর মাধ্যমে গত অনেক দশক ধরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার পরিবর্তন করে আসছিল. ইরানের ডক্টর মোসাদ্দেক থেকে শুরু করে চিলির সালভাদর আলেন্দে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইউক্রেইনের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, এবং সবশেষে মিশরের প্রেসিডেন্ট মুরসি'র ক্ষমতাচ্যুতি এবং ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে হত্যার ঘটনা উল্লেখযোগ্য. প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কে আমার প্রাণঢালা
অভিনন্দন

আমেরিকার সমাজের মধ্যে এই ধরনের দীর্ঘস্থায়ী গভীর ক্ষত এবং বিভেদ তৈরি করার জন্য. ট্রাম্প চলে যাবে, কিন্তু এই ক্ষত থাকবে. ট্রাম্পের অনুসারীরা এই বিভেদ ধরে রাখবে এবং ক্যাপিটল হিলের কার্যক্রমের মতো' আরো কার্যক্রমের মাধ্যমে আরো গভীর করবে বলেই মনে হচ্ছে! বিভেদ জনিত অস্থিরতার কারণে আগামী বেশ কিছু বছর আমেরিকার পক্ষে ইরান বা অন্য দেশে' প্রত্যক্ষভাবে নাক গলানো বা কোন রকম যুদ্ধে জড়িয়ে সম্ভাবনা অনেক কমে গেছে. পৃথিবী অনেক শান্তিময় হয়ে উঠবে আগামী দিনগুলোতে! ডোনাল্ড ট্রাম্পের কার্যকলাপের সাথে আমি জিয়াউর রহমানের কর্মকাণ্ডের বেশ কিছু অদ্ভুত সামাঞ্জস্য দেখতে পাই! আমেরিকাতে বর্ণবাদী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি সবসময়ই ছিল. কিন্তু তারা সব সময় বিচ্ছিন্ন, নিশ্চুপ এবং নিষ্ক্রিয় ছিল, কখনো মাথা উঁচু করে কথা বলেনি. ডোনাল্ড ট্রাম্পের বর্ণবাদী বিদ্বেষ মূলক কথাবার্তা এবং কর্মকান্ডের কারণে তারা উৎসাহ পেয়েছে, সক্রিয় হয়েছে, ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং একটি জাতীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে. বঙ্গবন্ধু হত্যার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থাও অনেকটা এই রকমই ছিল; মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, আর নেজামে ইসলামের সমর্থক'রা এবং কুখ্যাত রাজাকার আলবদর'রা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত ছিল. 1971 সালে কৃত অপরাধের জন্য তাদেরকে সমাজে অপরাধী হিসেবেই চিহ্নিত করা হতো, এবং সবসময়ই সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে 'ব্যাকফুটে' ছিল. জেনারেল জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসে তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য এসব ঘাপটি মেরে থাকা অপরাধীদের কে সংগঠিত করেন, দল গঠনের মাধ্যমে একত্রিত করেন এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষমতাশীল পদে মনোনয়ন এবং নিয়োগ দেন. এক কথায় এই ধরনের মানবতাবিরোধী সকল অপরাধীদের'কে পুনর্জীবিত করেন! আমরা দেখতে পাই এই ধরনের সকল অপরাধীরা' (সাম্প্রদায়িক শক্তি, বর্ণবাদী অথবা মানবতাবিরোধী) একবার একত্রিত এবং সংঘটিত হয়ে গেলে' ভবিষ্যতে তাদের নেতা জীবিত না থাকলেও তাদের কার্যক্রম কিন্তু থেমে থাকে না. নতুন নেতৃত্বে তারা তাদের সাম্প্রদায়িক, হিংসাত্মক বর্ণবাদী চালিয়ে যায়. যেমন বাংলাদেশ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর চার দশক পরেও আগের চেয়ে বেশি সঙঘবদ্ধ, সক্রিয় এবং শক্তিশালী. এই উদাহরন থেকে বলা যায়, ডোনাল্ড ট্রাম্প চলে যাবে, কিন্তু তাঁর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক বর্ণবাদী শক্তি আমেরিকায় রয়ে যাবে. আমেরিকায় আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বিভেদ আরো বাড়বে আগামী দিনগুলোতে. আমেরিকা যতদিন নিজের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে কতদিন বিশ্ব কিছুটা হলেও তুলনামূলকভাবে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা আশা করতে পারে. ভিয়েতনামের মহান নেতা হোচিমিন এর ভাষায় বলতে হয়, 'এটা শেষের শুরু'. সব পরাশক্তির মত আমেরিকারও একদিন পতন হবে. আর ট্রাম্পের হাত ধরেই সেটা শুরু হয়েছে. আর একই সাথে আমরা ইউনিপোলার বিশ্ব থেকে মাল্টিপোলার বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, যা পৃথিবীর শান্তি ও স্থিতিশীলতার পূর্ব শর্ত.

নাজমুল আহসান শেখ, victory1971@gmail.com